46

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 24 APR 1998

পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ❑ সব অচল করে দেব, বলেছে ছাত্রদল

বন্দুকযুদ্ধ, বুকে গুলি লেগে মারা গেছে ছাত্রলীগ নেতা, আহত আরও ৩ জন

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে ভয়াবহ বন্দুকযুদ্ধে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা পার্থ প্রতিম আচার্য নিহত এবং আরো ৩ জন ছাত্রলীগ কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তাদের অবস্থাও আশংকাজনক। এছাড়া দু'দলের ক্রস ফায়ারে একটি গরুও গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে। দু'দলের মধ্যে দীর্ঘ দেড় ঘন্টাব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে কমপক্ষে 'দেড়শ' রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়। পুলিশ এসময় ৩০ রাউন্ড টিয়ার গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে।

সংঘর্ষশেষে পুলিশ ছাত্রদল নিয়ন্ত্রিত ৩টি হলে তল্লাশি চালিয়ে ২টি রিভলবার, একটি পিস্তল, ১টি হ্যান্ড গ্রেনেড ও ৫ রাউন্ড গুলি উদ্ধার এবং ৬৫ জনকে আটক করেছে। জসীম উদ্দীন হলে পুলিশ ছাত্রদল কর্মী ও সাধারণ ছাত্রদের উপর বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। কেন্দ্রীয় নেতা পার্থের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর ছাত্রলীগ কর্মীরা ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রদলকে বিতাড়িত করে তাদের নিয়ন্ত্রিত ৩টি হলেই ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ছাত্রলীগ কর্মীরা ডাকসু ভবনে ভাঙচুর ও অগ্নি সংযোগ করে। ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রদল বর্তমানে বিতাড়িত এবং সবক'টি ছাত্র হলে ছাত্রলীগের একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তবে ছাত্রদল এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছে আগামী রোববারের মধ্যে উপাচার্য ক্যাম্পাসে সহাবস্থানের ব্যবস্থা করতে না পারলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে দেয়ার জন্য ছাত্রদল যেকোন কঠোর কর্মসূচি নেবে। একই সাথে তারা সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরিবহন চলতে দেবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে।

গতকাল সকাল সাড়ে ১১টায় দিকে ছাত্রদল তেজগাঁ কলেজের একটি মিছিল ক্যাম্পাসে এলে ক্যাম্পাসে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে মধুর ক্যান্টিনে অবস্থানরত ছাত্রলীগের কর্মীরা তাদেরকে ধাওয়া করে। মিছিলটি ছাত্রদল নিয়ন্ত্রিত হলগুলোর দিকে চলে যায়। এ সময় ছাত্রলীগ ৩ রাউন্ড ফাঁকা গুলি করে। এরপর ছাত্রলীগ একটি মিছিলসহ সূর্যসেন হলের দিকে অগ্রসর হলে জসীমউদ্দীন হল ও জিয়া হল থেকে গুলি ছোড়ে ছাত্রদল। এ সময় ছাত্রলীগ মুহসীন হল গ্রুপও গুলি ছোড়ে। একই সাথে জহরুল হক হল গ্রুপও গুলি শুরু করে। ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের গোলাগুলির একপর্যায়ে ছাত্রলীগের একটি অংশ জসীমউদ্দীন হলে ঢুকে পড়ে, কিন্তু জিয়া হল থেকে গুলি করা হলে তারা বেরিয়ে আসে। এ সময় পার্থসহ ৩/৪ জন সূর্যসেন হলের সামনে এলে একটি গুলি তার বুকে লাগে। গুলিবিদ্ধ হওয়ার সাথে সাথেই জ্ঞান হারায় সে। পরে সাধারণ ছাত্ররা তাকে রিকশাযোগে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

গোলাগুলির সময় ক্যাম্পাসে কয়েকশ' পুলিশ থাকলেও তারা সংঘর্ষ থামানোর জন্য প্রথমদিকে কোন ভূমিকা নেয়নি। বরং তাদের অনেকে দৌড়ে পালিয়ে অথবা মাটিতে শুয়ে আত্মরক্ষা করে। শেষে পুলিশ টিয়ার গ্যাসের শেল ছুড়ে এবং তাৎক্ষণিকভাবে সংঘর্ষের অবসান হয়। সংঘর্ষশেষে পুলিশ ছাত্রদল নিয়ন্ত্রিত জসীমউদ্দীন হল, বঙ্গবন্ধু হল ও জিয়া হলে তল্লাশি চালায়। তল্লাশিকালে জসীমউদ্দীন হল থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ১টি পিস্তল, দুটি রিভলবার, ১টি হ্যান্ড গ্রেনেড, ৫ রাউন্ড গুলি উদ্ধার এবং ঘটনার সাথে জড়িত থাকা সন্দেহে ৬৫ জনকে গ্রেফতার করে।

তল্লাশির পর ছাত্রলীগ কর্মীরা ফাঁকা হল পেয়ে ছাত্রদল নিয়ন্ত্রিত ৩টি হলেই তাদের একক দখলদারিত্ব কায়েম করেছে। এ সময় ছাত্রলীগ কর্মীরা জসীমউদ্দীন হলের প্রায় ১০টি ও জিয়া হলের প্রায় ১০টি রুম ভাঙচুর করে। এছাড়া তারা ডাকসু ভবনেও ভাঙচুর ও ভিপির কক্ষে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে দমকল বাহিনী এসে আগুন নেভায়। এছাড়া জগন্নাথ হলে অবস্থানরত ছাত্রদল নেতাদের বন্দুকযুদ্ধ ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৪

চাপাতি উঁচিয়ে। —সংবাদ

অস্ত্র উঁচিয়ে। —সংবাদ